দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৮

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা

আমরা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা আজ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ওপর স্রোতের শেওলার ন্যায় ভেসে বেড়াচ্ছি। ১৯৮৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে ভর্তি হই সারাদেশে প্রচলিত আঠারটি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের একটিতে, তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়যে, ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষা বর্ষে ভর্তি হয়েও আজ ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয় বর্ষ ১ম পর্ব শেষ হলো না। এই শিক্ষাক্রমে শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে পড়ার কারণে দেশের সবকটি পলিটেকনিকেই ১৯৮১-৮২ এবং ১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস একই সংগে শুরু হয়। উল্লেখ্য যে সেই ৮১ সালে ভর্তি হয়ে আজ ৮৭ সালে সাত বৎসর বসেও তারা তৃতীয় বর্ষ ১ম পর্ব শেষ করতে পারেনি। তাই আমাদের বা আমাদের অভিভাবকদের মানসিক অবস্থা কি তা দেশের বিবেকবান মানুষ মাত্রেই উপলব্ধি করতে পারেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ ন্যূনতম ভর্তি যোগ্যতা চাওয়া হয় এস, এস, সি বা সমমান। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ওখানে কেন যায়? লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরাই সাধারণতঃ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে। কারণ উচ্চ শিক্ষার পথ তাদের জন্য রুদ্ধ। তাছাড়া আর্থিক অসংগতি ও সময়ের অভাব ইত্যাদি কারণেই তারা এই পথ বেছে নেয়। উদ্দেশ্য থাকে অল্প সময়ে পড়াশুনা শেষ করে বেরিয়ে এসে কোন একটা কাজ গুছিয়ে নেয়া এবং তার এই মধ্যবিত্ত পরিবারটিকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় টিকিয়ে রাখা, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চিত। এমত অবস্থায় চলতে থাকলে আমরা কোন পর্যায় গিয়ে দাঁড়াব তা আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বোঝা ভার।

আজ প্রায় ছ'মাস ধরে তথাকথিত হাইয়ার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স বাতিলসহ চার দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আমরা আন্দোলন করে আসছি। সে কথা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সেই সংগে বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাদের এই যৌক্তিক দাবী দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদাসীনতা দেখে মনে হয় আমাদের এ আন্দোলন এখন পর্যন্ত তাদের কানে গিয়ে পৌঁছেনি। তাই আমরা মাননীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে আমাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া মেনে নিয়ে কারিগরি শিক্ষা কর্মকাণ্ডে অচলাবস্থা দূর করা হোক সেই সংগে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণকারী পচিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করা হোক।

দুলাল চক্রবর্তী,
দ্বিতীয় বর্ষ/সিভিল,
বরিশাল কারিগরি মহাবিদ্যালয়।